ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 42 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৭ ● কলকাতা ● ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২১ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 7

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সমগ্র জ্ঞান গ্রহণ করেই যেন ঘরে ফেরেন, অন্যথা না ফেরেন।

তিনি তাঁর স্মৃতির সাহায্যেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন।

স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন এবং তার হিমালয়ের সমর্পণ যোগসাধনা শুরু হয়।...

স্বামীজীর আধ্যাত্মিক প্রগতিতে গুরুমার বটবৃক্ষ সমান সহযোগ বিশেষ তাৎপর্য্য রাখে। তাঁর আধ্যাত্মিক সফরের জন্য তাঁর (গুরুমার) দেওয়া সম্মতি খুব মহত্বপূর্ণ। তাঁর এক নেতিবাচক বিচার থেকেও স্বামীজীর হিমালয়ের আধ্যাত্মিক সফর শেষ হয়ে যেতে পারত। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির পরে গুরুমার ত্যাগের কৃতিত্ব স্বামীজী গুরুমাকে দিয়েছেন। ঐ দিব্য অনুভূতির অনুভব সর্বপ্রথম তিনি গুরুমাকে করান এবং গুরুমা তাঁর অনুভব প্রাপ্তকারী প্রথম সাধিকা হন। সমর্পণ ধ্যানের কাজে সহযোগী ত্রীশক্তিকেও স্বামীজী বিশেষ সম্বোধন করেন।

স্বামীজীর হিমালয় সফরে সেখানে স্থিত ঋষি-মুনি, গুরুরা তাঁর দিব্যশক্তির কথা জেনে তা বৃদ্ধিগত করেন। স্বামীজীও সব গুরুদের প্রতি দেবত্বের ভাব রেখে তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন। তাঁদের ঈশ্বরীয় শক্তি আর সব চক্রের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণের অনুভব হওয়ার পরে স্বামীজী তাঁদের পরমাত্মার রূপে স্বীকার করেন। প্রত্যেক সদ্গুরু তাঁর সব শক্তি স্বামীজীতে সংক্রামিত করেন এবং পরবর্তী প্রগতির জন্য মার্গদর্শন করেন। এইভাবে স্বামীজীর অনেক গুরু ছিলেন, যারা স্বামীজীকে এক গুরুর থেকে অন্য গুরুর কাছে পাঠাতেন। স্বামীজীর কথায় বলা যায় তো - আমি খেলার মাঠে লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য এক খেলোয়াড় থেকে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে যাওয়া এক ফুটবল ছিলাম। এর পরিণাম হল এই যে শিববাবার দেওয়া শক্তিতে সব গুরুরা নিজের শক্তি

একুশে জুলাই বুঝিয়ে দেয় মমতা -বিরোধীদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একুশে জুলাইয়ের পর বত্রিশটি বছর কেটে গিয়েছে। মাঝের এই বত্রিশ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ম করে প্রতিটি বছর একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহিদ স্মরণে সভা করেছেন। প্রতিটি সভাতেই তাঁর দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ভিড় রাজনৈতিকভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বদল হয়নি। একুশে জুলাই বারবার সেটা প্রমাণ করে দিয়ে যায়। আন্দোলন থেকে উঠে আসা মমতা জানেন আন্দোলনই তাঁকে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক রাখবে। শহুরে উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এককথায় হোয়াইট কলার সিটিজেনসদের তীর্যক মন্তব্যকে উপেক্ষা করেই তিনি তাঁর মতো মিছিল করেন, সমাবেশ করেন, আমজনতার ভাষায় সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। এবং দিনের শেষে প্রমাণ করে দিয়ে যান, রাজনীতিটা তাঁর থেকে ভালো কেউ বোঝে না।বত্রিশ বছরে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এই বত্রিশ

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২৬-এর নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বনাম বাঙালি হেনস্থার অভিযোগ। সোমবার তৃণমূলের সমাবেশে উপস্থিত অসম সরকারের NRC নোটিস পাওয়া দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসী। দিন কয়েক আগে তৃণমূল সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ভারতে দিনে দিনে কমছে। যদিও এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস মেনে নেব না। ওরা যত বেশি অপপ্রচার করবে, তত শক্তিশালী হবে তৃণমূল।' ২৭ জুলাই থেকে ভাষা আন্দোলন, ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।একুশের মঞ্চ থেকে এবার পাল্টা তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ধর্মতলার সমাবেশ মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অসমের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা নিয়ে কথা বলছে। অসমকে সামলাতে পারছেন না, আপনি বাংলায় নাক গলাচ্ছেন? নাক গলানো বন্ধ করুন। নয়তো এমন আন্দোলন গড়ে তুলব, সবাই যাব সেখানে। দেখি কত ডিটেনশন ক্যাম্প, জেলে আমাদের ভরতে পারে।'

কী বলেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি কি বাঙালিদের পছন্দ করেন? না শুধু মুসলিম বাঙালিদের পছন্দ করেন? সেটাই প্রশ্ন। আমার উত্তর হল, মমতা ব্যানার্জি শুধু মুসলিম বাঙালিদের পছন্দ করেন।'

যদিও এর আগে অসম সরকারকে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন, দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা বাংলা, অসমেও কথা বলার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সব ভাষা ও ধর্মকে সম্মান জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সকলের সঙ্গে থাকতে চাওয়া নাগরিকদের তাদের মাতৃভাষা তুলে ধরার জন্য নির্যাতনের হুমকি দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক। অসমে বিজেপির বিভেদ তৈরি করার এই উদ্দেশ্য সব সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং অসমের মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

সম্প্রতি বিজেপি শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী, হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে বাংলা-বিদ্বেষের মারাত্মক অভিযোগ ওঠে। বাংলাভাষীদের অপমানের অভিযোগে সরব হয়েছিল তৃণমূল। আমার মন্তব্য বিকৃত করে, বাঙালি বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এটা আসলে বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার মরিয়া চক্রান্ত। তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাল্টা সাফাই দিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

বর্ধমানে এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করার মাধ্যমে এসুস সমগ্র ভারত জুড়ে তাদের রিটেল স্ট্রাটেজি শক্তিশালী করেছে

বর্ধমান, জুলাই 2025

দেশজুড়ে ব্র্যান্ডের রিটেল বিসনেস জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে, তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট এসুস ইন্ডিয়া আজ বর্ধমানে একটি এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করার ঘোষণা করেছে। নতুন এক্সক্লুসিভ স্টোরটি ২৮০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে বিভিন্ন রেঞ্জের ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ভিভোবুক, জেনবুক, রিপাবলিক অফ গেমার্স (ROG) ল্যাপটপ, গেমিং ডেস্কটপ, অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ এবং আনুষাঙ্গিক পণ্য। বর্ধমানে অবস্থিত ব্র্যান্ডের প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গে 18তম স্টোর। এই সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এসুস ইন্ডিয়ার পিসি ও গেমিং বিজনেসের ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার, জিগনেশ ভাবসার বলেন, "ভারতে আমাদের রিটেল ব্যবসা সম্প্রসারণের ঘোষণা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হওয়ায়, প্রতিশ্রুতিশীল শহর বর্ধমানে নতুন ব্র্যান্ড স্টোরের উদ্বোধন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের সর্বশেষ উদ্ভাবনের অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একটি স্ট্রাটেজিক রিটেল সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের জন্য আরও বেশি মিথস্ক্রিয়া এবং নতুন স্পর্শবিন্দু তৈরি করতে থাকব।"

(১ম পাতার পর)

একুশে জুলাই বুঝিয়ে দেয় মমতা -বিরোধীদের

বছরের ভিতর তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দল থেকে ক্রমে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। প্রায় পনেরো বছর ক্ষমতায় কাটিয়ে দিয়েছে তারা। গঙ্গা দিয়ে অনেক জলও গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের গুরুত্ব কখনো কমতে দেননি।

কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একুশে জুলাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মমতা নিজে আন্দোলনের ফসল। আন্দোলনের মুখ। মমতা জানেন, দলের আন্দোলনমুখী ভূমিকাটি হারিয়ে গেলে দল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেমনটি চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থেকে হয়েছিল সিপিএম। মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসও নয় নয় করে প্রায় পনেরোটি বছর ক্ষমতায় কাটিয়ে ফেলল। পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পরও দলকে আন্দোলনমুখী রাখা কষ্টকর এবং কঠিন কাজ। মমতা এই কষ্টকর এবং কঠিন কাজটিই প্রতিবছর একুশে জুলাইয়ে নিয়ম করে করেন।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মমতার ডাকে মহাকরণ অভিযানের ভিতর দিয়েই কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের বীজটি বপন হয়েছিল। ওই সময় মমতা প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী। সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাছের মানুষ মমতা ছিলেন না। প্রদেশ কংগ্রেস সেই সময় আন্দোলন বিমুখ বিবৃতি সর্বস্ব একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী সমর্থকরা নেতৃত্ব সম্পর্কে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এহেন রাজ্য কংগ্রেসে তখন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আন্দোলনমুখী মেজাজ এবং কর্মকাণ্ড দলীয় কর্মীদের ভিতর জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছিল। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে '৯৩ -এর ২১ জুলাই মমতা মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। মমতার সেই ডাক আন্দোলনহীন কংগ্রেসে সাধারণ কর্মীদের ভিতর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জেলাগুলি থেকে দলে দলে কংগ্রেস কর্মীরা এসে সেই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল। কার্যত সেদিন কলকাতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মমতা বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে দলের কর্মীরা এরপর থেকে ছুটে আসবেন। ওইদিনের ওই কর্মসূচি তাঁকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। সেই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে পরে কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গড়তে উৎসাহী করেছিল।

এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়ম করে মমতা একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ ডেকেছেন ধর্মতলায়। ঝালিয়ে নিয়েছেন নিজের আকর্ষণী শক্তি। এবং এখনো সরকারে আসীন হয়ে প্রতিবছর নিজের এই শক্তিটা পরখ করে নিতে মমতা ভোলেন না। এবং প্রতিবছরই প্রমাণ হয়ে যায় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও মমতাই হচ্ছেন সেই নেত্রী, যাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ক্যারিশমায় এখনো কোনো ক্ষয় ধরেনি।

'৯৩ -এর ওই ২১ জুলাইয়ের আন্দোলনে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছিল না। তাঁরা সযত্নে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এর থেকে। আর এটাই ছিল তাঁদের চরম মারাত্মক ভুল। একুশে জুলাইয়ের মহাকরণ অভিযানে একতরফাভাবে পুলিশের গুলিচালনা সারা দেশে নিন্দার ঝড় তুলেছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও মমতার গুরুত্ব বেড়েছিল। যে আন্দোলনটি প্রদেশ কংগ্রেসের আন্দোলন হতে পারত, কংগ্রেস নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তা ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো মমতার আন্দোলন। আর এখন তো একুশে জুলাই আর মমতা সমার্থক হয়ে গিয়েছেন। হয়তো কংগ্রেস নেতৃত্ব এজন্য এখন আক্ষেপই করেন।

রাজ্যের রাজনীতিতে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের একটি আলাদা গুরুত্ব আছে। এই সমাবেশে বিপুল জনসমাগমই যে তার একমাত্র কারণ তা নয়। বিরোধী নেত্রী থাকার সময় যেমন, তেমনই এখনো এই সমাবেশ থেকেই মমতা তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের আগামি একবছরের দলের চলার পথটি নির্দেশ করে দেন। ফলে শুধু তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা নন, রাজনৈতিক মহল এবং রাজনীতি বিশেষজ্ঞরাও উদগ্রীব হয়ে থাকেন একুশে জুলাইয়ের এই সমাবেশটি নিয়ে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের ফসল। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভিতর দিয়ে তাঁর উত্থান। যদি কেউ খুব গভীরভাবে লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন, মমতা তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার চেহারাটি এখনো হারাননি। সেটা কেন্দ্র সরকারের অসাংবিধানিক কাজকর্ম, উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরোধিতা থেকে ভিন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর হেনস্থার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠা থেকে বোঝা যায়। ভারতে আর কোনো রাজনীতিক বোধহয় এই মুহূর্তে নেই যিনি পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পরও নিজের প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটি চরিত্র ধরে রাখতে পেরেছেন। সে অর্থেও মমতা একজন ব্যতিক্রম। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যে আন্দোলনমুখী কর্মসূচির ডাক তিনি দেন, সেই কর্মসূচির ভিতর শাসকের বদলে বিরোধী নেত্রীর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝাঁঝটি লক্ষ করা যায়। তবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুটি অবশ্য কালের নিয়মেই বদল হয়েছে। যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে এবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার বিরুদ্ধে দলের আক্রমণাত্মক কর্মসূচির রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেবেন তিনি।

একুশে জুলাইয়ে মমতার সামনে মমতা সেজেই এক তরুণী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একুশে জুলাই। রাজ্যের শাসকদলের মহাইভেন্ট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ কর্মী সমর্থক জড়ো হন ধর্মতলায়। অনেকেই আসেন নানান সাজে! কিন্তু তা বলে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাজে! হ্যাঁ, এবারে একুশে জুলাইয়ে ধর্মতলায় দেখা মিলল প্রতীকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।তাই মমতার সাজেই 'জীবন ভান্ডার' হাতে নিয়ে একুশের সভায় তরুণী। তিনি বলেন, "আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই এই কলসের নাম জীবন ভান্ডার দিয়েছি। এখানে আজ প্রচুর মানুষ আসবেন। প্রত্যেকেই যদি ২-৫টাকা করে দেন, তাহলেও অনেকটা টাকার উপকার হবে।" আরও একজন বলেন, "৯ কোটি টাকা আপাতত প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত এক কোটি টাকা উঠেছে। এখনও অনেকটা প্রয়োজন। আজ দিদির ভরসাতেই এখানে এসেছি।" একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর সাজেই। পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি, পায়ে হাওয়াই চটি, চোখে কালো ফ্রেমের চমশা! একনজরে দেখলে মনে হতে পারে এত বড় ধৃষ্টতা, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সাজেই! কিন্তু পিছনে মহৎ উদ্দেশ্য।

ওই তরুণীর হাতে একটি ভান্ডার। তাতে লেখা জীবন ভান্ডার। আসলে রানাঘাটের অস্মিকার কথা মনে রয়েছে। স্নায়ুর জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল ১৬ কোটি টাকার ইঞ্জেকশনের। রানাঘাটের অস্মিকার মতোই জটিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

২০২৫-এর বাদল অধিবেশনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি

২০২৫-এর বাদল অধিবেশনের শুরুতে আজ সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিয়েছেন। বাদল অধিবেশনে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ষা উদ্ভাবন ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। চলতি আবহাওয়া পরিস্থিতি দেশের অগ্রগতির অনুকূল, কৃষিক্ষেত্রেও তা লাভজনক হবে বলে পূর্বাভাস মিলছে। তিনি বলেন, বর্ষা গ্রামীণ অর্থনীতিতে এবং দেশের সার্বিক আর্থিক পরিকাঠামোর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নয়, প্রতি গৃহেই তা আর্থিক সাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে। শ্রী মোদী বলেন, চলতি তথ্য অনুযায়ী জলাধারগুলিতে জলস্তরের পরিমাণ বিগত ১০ বছরের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি এনে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলতি বাদল অধিবেশন রাষ্ট্রের কাছে এক গর্বের মুহূর্ত, তা ভারতের বিজয়লাভের এক উদযাপন স্বরূপ। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এই প্রথমবার ভারতের তিরঙ্গা পতাকাকে মেলে ধরা হয়েছে যা সব ভারতবাসীর কাছে এক পরম গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, এই সাফল্য দেশজুড়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, লোকসভা, রাজ্যসভা সহ সমগ্র সংসদ এবং দেশবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে এই সাফল্যের গর্বিত। তিনি আরও বলেন, ঐক্যবদ্ধ এই উদযাপন ভারতের ভবিষ্যত মহাকাশ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

চলতি বাদল অধিবেশনকে ভারতের বিজয়ের উদযাপন হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সামর্থ্য ও সক্ষমতাকে সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনার শতকরা ১০০ ভাগ লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, কেবলমাত্র ২২ মিনিটের মধ্যে অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলিকে নির্মূল করে দিয়েছে। বিহারের জনসভায় তাঁর এই অপারেশন সিঁদুরের ঘোষণার পর সেনাবাহিনী দ্রুততার সঙ্গে তাদের উৎকর্ষের প্রমাণ দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতে তৈরি সামগ্রীর প্রতি বিশ্বজুড়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বিশ্ব নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক কথোপকথনের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ভারতে তৈরি সামরিক সরঞ্জামের বিশ্বনেতারা প্রশংসা করেছেন। এই অধিবেশনে সংসদে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিজয়ের উদযাপন ভারতের সামরিক সক্ষমতাকে আরও উৎসাহ ও শক্তি জোগাবে। তিনি আরও বলেন, এই সম্মিলিত চেতনা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা, উদ্ভাবন ও নির্মাণে গতি সঞ্চার করবে। এর পাশাপাশি ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের পথও প্রসারিত হবে বলে তিনি জানান।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

অনুসরণ করা হয়। যেহেতু মন্দিরটি ভিতরেই ছোট, তাই মন্দিরের বেদীর সম্পূর্ণ দৃশ্যে একটি পৃথক ভবন, নিকটবর্তী ভোগ ঘরে খাবারের নৈবেদ্য তৈরি করা হয়। এইভাবে নিবেদিত হয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত খাবারটি সমস্ত দর্শনার্থীদের প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়।

আদ্যাস্তোত্রম

ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ

শৃণু বৎস্য প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব নিষ্ণুবল্লতঃ।।
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌযুগে।
অপুত্রা লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি।।
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তি বিপ্রবর্ক্তাক্তাৎ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা যন্মাসং শ্রবণং যদি।।
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ।।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করি

সুদীপ চন্দ্র হালদার
সাহিত্যিক ও গবেষক

(প্রথম পর্ব)

আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করি এবং পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ও যৌক্তিক কারণেই আমরা গর্ব করার অধিকার রাখি। আমাদের ধর্মের আদি নামই ধর্ম; অর্থাৎ, অনন্ত-আদি কাল থেকে আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের জীবনযাত্রাকে সুন্দর, ইতিবাচক, কল্যাণময় ও মানবিক করার জন্য বেদ বিহিত যে আদর্শ অনুসরণ করতেন, সেটা আমাদের ধর্ম। আমরা আদি কাল থেকে সভ্য জীবনযাত্রাতে অভ্যস্ত এবং এর প্রমাণ স্বরূপ বেদ ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহে উল্লেখিত তথ্যের দিকের দৃষ্টিপাত করতে পারি। রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে পৃথিবী আমলকির ন্যায়, মাতা সীতা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রান্না করে পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষণকে খাওয়াতেন, বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে; এমনকি সাড়ে সতের লক্ষ বছর পূর্বে তৈরি করা সেতুর অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান, যেটা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য

ক্রমশঃ

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই পূজার আগে 'দীপান্বিতা' অমাবস্যা তিথির প্রদোষকালে পার্বণ বিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এবং এই উৎসব উপলক্ষ্যে দীপমালা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে – ঠিক যেমন আজকের কালীপূজার সময়ে দেখা যায়(ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৭-৮)। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংসদের প্রশ্নোত্তর:- জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে জাতীয় স্তরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই, ২০২৫

প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে গঠিত কনভেনশন – ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) – এ ভারত জাতীয় স্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছু অঙ্গীকার করেছে। জাতীয় স্তরে নির্ধারিত অবদান বা ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি) বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এই পদক্ষেপগুলির আওতায় রয়েছে – বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণ করা, নানা প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি, দক্ষভাবে জ্বালানীর ব্যবহার করা, শহরাঞ্চলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ, বর্জ্য থেকে সম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষিত ও সুস্থায়ী পরিবেশ-বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বনসৃজনের মাধ্যমে সবুজায়ন বৃদ্ধি, কৃষি ক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূল বিভিন্ন পদ্ধতিকে ব্যবহার করা, উপকূলীয় অঞ্চল এবং জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহার। এর পাশাপাশি, 'মিশন লাইফ' এবং 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের যুক্ত করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যার সমাধানে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এনএপিসিসি) বাস্তবায়িত করছে। এই কর্মসূচির আওতায় সৌরশক্তি, দক্ষভাবে জ্বালানীর ব্যবহার, জল, কৃষি, হিমালয় বাস্তুতন্ত্র, সুস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়, সেগুলির জন্য নয় ধরনের জাতীয় মিশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এনএপিসিসি-র নিয়মানুসারে রাজ্যগুলিও স্টেট অ্যাকশন প্ল্যানস্ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এসএপিসিসি) কার্যকর করছে। এনএপিসিসি, এসএপিসিসি-র বিভিন্ন কর্মসূচিকে সহায়তা করে থাকে।

ফলস্বরূপ, ২০১৪ সালে ভারতে সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ত ২.৮২ গিগাওয়াট। ২০২৫ সালের জুন মাসে তা ৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১৬.২৫ গিগাওয়াট। ২০০৫ সালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে দেশে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হ'ত, ২০২০ সালে তা ৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ বছরের জুন মাসে এনডিসি-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভারত এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। অজীবাশ্ম জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ত। কিন্তু, সরকারের জলবায়ু সংক্রান্ত অঙ্গীকারের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই তা অর্জিত হয়েছে। বিশ্বের নিরিখে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ভারতে অনেক কম। তা সত্ত্বেও জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত যে'কটি দেশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, ভারত তার মধ্যে অন্যতম।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

ধর্মতলায় চাঁদের হাট - মঞ্চে উঠলেন অভিষেক

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

একুশে জুলাই উপলক্ষে তৃণমূলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যেমন উপস্থিত হচ্ছেন তেমনই বাংলা সিরিয়াল-সিনেমার একাংশ অভিনেত্রীদেরও দেখা যাচ্ছে ধর্মতলায়। সকলেই মুখিয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন সেইদিকে। আজ দুপুর নাগাদ একসঙ্গে দেখা গেল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের মেয়ে দেবলীনা কুমার ও অভিনেত্রী তৃণা সাহাকে। দেবলীনা পরেছেন সাদা শাড়ি, আর ত্রিণা কুর্তি। এ দিন তৃণা জানান যে প্রতিবছরই তাঁরা একুশে জুলাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

কালোগাড়িতে ধর্মতলায় এসে পৌঁছলেন তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ধর্মতলায় পৌঁছন তিনি শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন তৃণমূল নেতা। মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন তিনি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কয়লা আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে প্রয়াসসমূহ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই, ২০২৫

কয়লা ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের আওয়াধীন। ফলে ক্রেতারা তাদের পছন্দমতো প্রযোজ্য শুল্ক দিয়ে চুক্তিবদ্ধ দামে কয়লা আমদানী করতে পারেন। তবে, সরকার কয়লা আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছে। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ (এসিকিউ) স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এসিকিউ বাড়ানোর অর্থ হল, অভ্যন্তরীণ কয়লা সরবরাহ বৃদ্ধি ও আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা কমানো। ডব্লুডিও-র রুট মারফত ইস্পাতক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য এনআরএস সংযোগ নিলামের অধীন কোকিং কয়লার একটি সাব সেক্টর ২০২৪-এর মার্চ মাসে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল, অভ্যন্তরীণ কোকিং কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। সেইসঙ্গে ওয়াসড কোকিং কয়লা অর্থাৎ কয়লা ধোয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোকিং কয়লা পাওয়া যায় তার পরিমাণও বাড়ানো। ফলে কোকিং কয়লা আমদানী কমানো এর মূল লক্ষ্য।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে কয়লা আমদানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে এই আমদানীর পরিমাণ যেখানে ছিল ২৬৪.৫৩ মিলিয়ন টন ২০২৪-২০২৫-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৪৩.৬২ মিলিয়ন টনে। অর্থাৎ ২০.৯১ মিলিয়ন টন আমদানী হ্রাস পাওয়ায় ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডারে সাশ্রয় হয়েছে ৬০,৬৮১.৬৭ কোটি টাকা।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহের মাধ্যমেই দেশে কয়লার বেশিরভাগ চাহিদা মেটানো হচ্ছে। কয়লা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ২০২৯-২০৩০ অর্থবছরের মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কয়লা আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্যে কয়লা মন্ত্রক ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কোল লজিস্টিক পরিকল্পনা ও নীতি চালু করেছে। দক্ষতার সঙ্গে কয়লা উত্তোলনের পরিকাঠামো গড়ে তোলাতেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায় আজ এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

মুর্শিদাবাদের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন

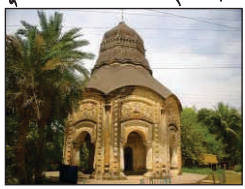

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লোকসভায় আজ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সাংসদ মহম্মদ আবু তাহের খান জানতে চান, মুর্শিদাবাদ একটি ঐতিহাসিক স্থান হওয়ায় সেখানে একটি পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার কি পরিকল্পনা রয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষত কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে স্বল্পসময়ে আরামদায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে সরকার কি পদক্ষেপ করছে । এই প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনই মূলত পর্যটনের উন্নয়ন ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করে।

পর্যটন মন্ত্রক 'স্বদেশ দর্শন (এসডি)' ও 'প্রসাদ (প্রার্থনা, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ)' নামক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে দেশের পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

মন্ত্রী আরও জানান, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মান, বরাদ্দ অর্থ এবং প্রকল্পের অন্যান্য নিয়মের নিরিখে প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা হয়।

তিনি এও জানান, পর্যটন মন্ত্রক অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর শেষ মাইল সংযোজনের উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং পর্যটন গন্তব্যের সংহতিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে।

(৩ পাতার পর)

একুশে জুলাইয়ে মমতার সামনে মমতা সেজেই এক তরুণী

সোনারপুরের হৃদিকা।

সোনারপুর রুপনগরের বাসিন্দা বাপন দাস ও হৈমন্তী দাসের একমাত্র মেয়ে হৃদিকা। ৯ মাস আগে যখন হৈমন্তীর কোল আলো করে হৃদিকা পৃথিবীর আলো দেখে তখন খুশির অন্ত ছিল না দাস পরিবারে। ছোট শিশু সন্তানকে নিয়ে খুশিতে ভরে উঠেছিলেন দাস দম্পতি। মাস চারেক পরে দেখা যায় হৃদিকার ঘাড় শক্ত হচ্ছে না। সে হামাগুড়ি দেওয়া শিখছে না। ধরা পড়ে অস্মিকার মতনই হৃদিকাও 'স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি, টাইপ-১' রোগে আক্রান্ত। এই রোগের ইঞ্জেকশনের দাম ১৬ কোটি টাকা। মা নিতান্ত গৃহবধূ, বাবা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। টাকা জোগাড় করতে ভরসা 'ক্রাউড ফান্ডিং'।

তাঁতক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান জানাতে তাঁত পুরস্কার ২০২৪

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বস্ত্র মন্ত্রক ২০২৪-এর সন্ত কবীর তাঁত পুরস্কার এবং জাতীয় তাঁত পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাঁত শিল্পী, নকশাকারী, নির্মাতা, বিপণনকারী, স্টার্টআপ উদ্যোগ এবং তাঁতক্ষেত্রে উৎপাদক কোম্পানিগুলিকে সম্মান জানাতে এই পুরস্কার। এবছর পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা ২৪। এঁদের মধ্যে ৫জন সন্ত কবীর পুরস্কার পাচ্ছেন। ১৯ জন পাচ্ছেন জাতীয় তাঁত পুরস্কার। একাদশতম জাতীয় তাঁত দিবস উদযাপনে রাষ্ট্রপতি এই পুরস্কার প্রদান করবেন। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এই পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে ৭ আগস্ট। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং, বিভিন্ন সাংসদ, শিল্প নেতৃত্ব, রপ্তানিকারী সরকারী আধিকারিক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে ৫০০ জন তন্তুবায় এতে যোগ দেবেন।

সন্ত কবীর তাঁত পুরস্কারের অর্থমূল্য নগদ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা সেইসঙ্গে রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা, তাম্রপত্র, শাল ও শংসাপত্র। অন্যদিকে জাতীয় তাঁত পুরস্কারের অর্থমূল্য নগদ ২ লক্ষ টাকা। সেইসঙ্গে রয়েছে তাম্রপত্র, শাল ও শংসাপত্র।

সিনেমার খবর

দেশজুড়ে ফের বড় পর্দায় গুরু দত্তের কালজয়ী ছবি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই বছর কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক গুরু দত্তের ১০০তম জন্মবার্ষিকী। এই বিশেষ ক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে, গুরু দত্তের জনপ্রিয় এবং কালজয়ী সিনেমাগুলি র সম্পূর্ণভাবে রিস্টোর্ড সংস্করণ প্রদর্শিত হতে চলেছে দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ।

আগামী ৮ থেকে ১০ই অগাস্ট দেশের বিভিন্ন মাল্টিপ্লেক্স চেইন – যেমন এবং কিছু নির্বাচিত সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হলে – ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। বাংলা-সহ গোটা দেশের সিনে-রসিকদের জন্য এ এক অনন্য সুযোগ, গুরু দত্তের সিনেমার জাদু আবার বড় পর্দায় উপভোগ করার।

এই বিশেষ তালিকায় যে সিনেমাগুলি রয়েছে – বাজ, আর-পার, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫, পেয়াসা, এবং চৌধবিন কা চাঁদ।

সিনেপ্রেমিকদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহী করে তুলেছে পেয়াসা। আজকের দর্শকদের কাছেও এই সিনেমার আবেদন অমলিন।

এই তালিকায় কাগজ কে ফুলের কথা না বললেই নয় – যা মুক্তির সময়ে জনপ্রিয়তা না পেলেও এখন এটিকে এক ট্র্যাজিক মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, চৌধবিন কা চাঁদ এক অনন্য দৃষ্টিনন্দন প্রেমকাব্য, যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির মাধুর্য ও আবেগ ধরা পড়ে গভীরভাবে।

গুরু দত্তের সিনেমা শুধু বিনোদন নয় – তা সময়, সমাজ আর মানুষের অন্তর্জগতকে ছুঁয়ে যাওয়া এক শিল্প। নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে তাঁর এই পুনরুদ্ধারকৃত কাজগুলো পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

চোখে অসহ্য যন্ত্রণা!! কী হল স্বস্তিকার?

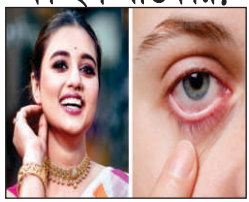

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উইন্ডোজ' প্রযোজিত 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর শুটিংয়ে হঠাৎ কর্নিয়া ড্যামেজ হয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তর। তিনি জানান যে চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ঢুকে যাওয়ার মতো জ্বালা বোধ করেছেন। তবে এখন অনেকটাই ভালো আছেন তিনি।

জোরে হাওয়া বইছে এমন একটি দৃশ্য শুট হচ্ছিল। সেটে বড় বড় স্ট্যান্ডিং পাখা চালানো ছিল, আর সেখান থেকেই হঠাৎ বড় দানার বালি হাওয়ায় উড়ে ঢোকে স্বস্তিকার চোখে। তার থেকে এত বড় বিপত্তি।

প্রোডাকশন থেকে ৪৮ ঘণ্টার ব্রেক দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সিনেমার শুটিং, সকলের ডেট নেওয়া ছিল আগে থেকে। তাই পুরো শুটিং পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

তবে অভিনেত্রী ভীষনভাবে বিরক্ত কিছুজনের কথায়। অনেকে বলছেন এটা নাকি ছবির প্রচারের অংশ। আর সেটা শুনেই স্বস্তিকা ক্ষোভ উগরে দিলেন, "অনেক জায়গায় শুনছি এটা প্রচারের অংশ। 'উইন্ডোজ'-এর মতো ছবিতে কাজ করে, যদি আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে প্রচার করতে হয়, তা হলে বলব, এই ছবিটা তো দর্শককে দেখতে আসতে হবেই!

তবে শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। সব বিপত্তি কাটিয়ে অভিনেত্রী আবার শুটিং – এ ফিরেছেন সেটাই ভালো খবর

দাম্পত্য জীবন সুন্দর-দীর্ঘ করতে মেয়েকে কোন উপদেশ দেন শর্মিলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের মেয়ে সোহা আলী খান। বয়সে ছোট কুণাল খেমুকে পরিবারের মতে বিয়ে করেছিলেন তিনি। দাম্পত্য জীবনের দশ বছর পার করলেন তারা। বিয়ের ঠিক আগে স্বামীর মনের বিশেষ একটি দিক খেয়াল রাখতে সোহাকে বিশেষ উপদেশ দেন মা শর্মিলা ঠাকুর।

সম্প্রতি অভিনেত্রী সোহা জানান, বিয়ের আগে মা শর্মিলা ঠাকুর তাকে পুরুষ মানুষের মন বুঝে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন। সম্পর্ক সুন্দর ও দীর্ঘ করতে এই পরামর্শ দেন তার মা।

শর্মিলা মেয়েকে বিয়ের আগে বলেন, 'পুরুষ মানুষের অহংবোধ থাকে, সেটাকে তার স্ত্রীকে বুঝে চলতে হয়। এবং নারীর আবেগের গুরুত্ব দিতে হয় পুরুষকে।'

সোহা জানান, তার মা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই উপদেশ দেন। মায়ের দেওয়া সেই পরামর্শ মেনে চলেন সোহা। পরবর্তী কালে বন্ধু নেহা ধুপিয়ার বিয়ে সময়ও তাকে এই এক পরামর্শই দিয়েছিলেন সোহা।

শর্মিলা ঠাকুর তখন অভিনয় জীবনের মধ্যগগনে। 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' ছবিতে বিকিনি পরে সাড়া ফেলেছিলেন তিনি। খ্যাতি ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। পরের বছরেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খানকে বিয়ে করেন!

সেই সময় বলিউডে একটাই গুঞ্জন, নিজের হাতে নিজের পেশাজীবন শেষ করলেন সর্মিলা! বাস্তবে তেমন কিছুই হয়নি। সংসার জীবন নিয়েও ছিলো না কোনো ঝামেলা। তাদের সফল দাম্পত্য জীবন নিয়ে গর্বিত ছেলে-মেয়েরা। সূত্র: আনন্দবাজার অনলাইন।

ভারতের হয়ে যে রেকর্ড এখন শুধুই বুমরাহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম দিন ১৮ ওভার বোলিং করে উইকেট ছিল কেবল একটি। দ্বিতীয় দিন মাত্র সাত বলের মধ্যে উইকেট ধরা দিল তিনটি। পরে আরেকটি শিকার ধরে পাঁচ উইকেট পূর্ণ করলেন জাসপ্রিত বুমরাহ। ইংল্যান্ড সফরে টানা দুই টেস্টে এই স্বাদ পেলেন ভারতের তারকা পেসার।

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির লর্ডস টেস্টে প্রথম ইনিংসে শুক্রবার (১১ জুলাই) ইংল্যান্ডকে ৩৮৭ রানে গুটিয়ে দিতে ৭৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। ক্রিকেট-তীর্থ বলে পরিচিত এই মাঠে দুই টেস্ট খেলে প্রথমবার এই স্বাদ পেলেন তিনি।

হেডিংলিতে সিরিজের প্রথম টেস্টেও প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরাহ। এজবাস্টনে পরের টেস্টে তাকে বিশ্রাম দেয় ভারত, যা নিয়ে সমালোচনা হয় প্রবল। তাকে ছাড়াই অবশ্য দাপট দেখিয়ে জিতে সিরিজে সমতা ফেরায় সফরকারীরা।

এক ম্যাচ পর ফিরেই আবার পাঁচ উইকেটের দেখা পেলেন বুমরাহ। ভারতের হয়ে দেশের বাইরে টেস্টে সবচেয়ে বেশিবার (১৩) পাঁচ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড নিজের করে নিলেন ৩১ বছর বয়সী পেসার। হেডিংলিতে তিনি ছুঁয়েছিলেন কপিল দেবের রেকর্ড। দেশের বাইরে কপিল ১২ বার পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন ১০৮ ইনিংসে। সাবেক পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে ছাড়িয়ে যেতে বুমরাহর লাগল কেবল ৬৪ ইনিংস। ১২১ ইনিংসে ১০ বার দেশের বাইরে পাঁচ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় তিন নম্বরে আছেন স্পিনার অনিল কুম্বলে।

৪৭ টেস্টের ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ১৫ বার ইনিংসে পাঁচ উইকেটের স্বাদ পেলেন বুমরাহ। যার মানে দেশের মাঠে তার এই নজির কেবল দুইবার; অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে চারবার, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনবার, ওয়েস্ট ইন্ডিজে আছে দুইবার। কপিলের আরেকটি রেকর্ড ভাঙতে অবশ্য এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে বুমরাহকে। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ ২৩ বার পাঁচ উইকেটের নজির কাপিলের। পেস-স্পিন মিলিয়ে এই তালিকার চূড়ায় আছেন রবিচান্দ্রান অশ্বিন। এই অফ স্পিনার ৩৭ বার পাঁচ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেন গত বছর।

লর্ডসে পাঁচ উইকেটের চারটিতেই ব্যাটসম্যানদের বোল্ড করেছেন বুমরাহ। প্রথম দিন তার চমৎকার ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে ফিরেছিলেন হ্যারি ব্রুক। দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় ওভারে আরেকটি দারুণ ডেলিভারিতে তিনি বোল্ড করে দেন বেন স্টোকসকে। পরের ওভারে তার বল স্টাম্পে টেনে টানেন স্যেঞ্চুরিয়ান জো রুট, পরের বলেই কিপারের গ্লাভসে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ক্রিস ওকস। পরে ১০ নম্বরে নামা জফ্রা আর্চারকে বোল্ড করে পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন বুমরাহ।

জোতা'র ২০ নম্বর জার্সি আজীবনের জন্য তুলে রাখলো লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পেনে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোতার স্মরণে ২০ নম্বর জার্সি আজীবনের জন্য তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিভারপুল। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জোতার স্ত্রী রুটে এবং তার পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ২০ নম্বর জার্সিতে খেলছিলেন জোতা। গত সপ্তাহে লিভারপুল যাওয়ার পথে স্পেনের এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় জোতা ও তার ভাই আন্দ্রে সিলভা নিহত হন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে লিভারপুল জানায়, ক্লাবের পুরুষ, নারী এবং একাডেমি— সব স্তরে এখন থেকে ২০ নম্বর জার্সিটি আর ব্যবহার করা হবে না। জোতার প্রতি সম্মান জানিয়ে এটিই লিভারপুলের অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লিভারপুল ক্লাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই সিদ্ধান্ত দিয়োগো জোতা'র কেবল মাঠে অবদান নয়, বরং ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত সবার জীবনে তার ব্যক্তিগত প্রভাবকেও স্মরণ করা হচ্ছে।'

ফেনওয়ে স্পোর্টস গ্রুপের ফুটবল বিষয়ক সিইও মাইকেল এডওয়ার্ডস বলেন, 'আমরা আমাদের সমর্থকদের আবেগ অনুভব করেছি এবং আমরাও একই রকম অনুভব করেছি। দিয়োগোর স্ত্রী রুটে এবং তার পরিবারের অনুমোদন নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং প্রথমে তাদের জানানো হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'লিভারপুল ফুটবল ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো খেলোয়াড়ের সম্মানে এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এটি সত্যিই ব্যতিক্রম এবং এটি একটি অসাধারণ মানুষকে দেওয়া বিশেষ শ্রদ্ধা। এই নম্বর অবসরে যাওয়ার মানে হলো এটি চিরন্তন হয়ে গেল এবং দিয়োগোকে কখনোই ভুলে যাওয়া যাবে না।'

লিভারপুল আগামী রবিবার চ্যাম্পিয়নশিপ দল প্রেস্টন নর্থ এন্ডের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে। জোতা'র মৃত্যুর পর এটিই তাদের প্রথম ম্যাচ।

দুই দেশের হয়ে টেস্ট খেলা মুরের অবসর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলা ব্যাটার পিটার মুর। এই দু'দেশের হয়ে টেস্ট খেলে রেকর্ড বইয়ে জায়গাও করে নিয়েছিলেন তিনি। দু'টি ভিন্ন দেশের হয়ে টেস্ট খেলা ১৭ জন ক্রিকেটারের একজন মুর।

১৯৯১ সালে জিম্বাবুয়ের হারারেতে জন্ম গ্রহণ করেন মুর। ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের হয়ে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথ চলা শুরু হয় তার।

জিম্বাবুয়ের জার্সিতে ২০১৬ সালে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় মুরের। এরপর জিম্বাবুয়ের হয়ে ৮ টেস্ট, ৪৯ ওয়ানডে ও ২১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেন তিনি। ২০১৯ সালে অক্টোবরে জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বশেষ খেলেন মুর।

দাদি আইরিশ হওয়ার সুবাদে আইরিশ পাসপোর্ট থাকায় আয়ারল্যান্ডের পাড়ি জমান মুর। আয়ারল্যান্ড জাতীয় দলে খেলার

লক্ষ্যে বেশ কয়েক বছর ক্লাব ক্রিকেটে খেলেন তিনি। এরপর ২০২২ সালের অক্টোবরে আয়ারল্যান্ড জাতীয় দলে হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন মুর।

২০২৩ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের মাটিতে টেস্ট দিয়ে আয়ারল্যান্ড দলে অভিষেক হয় মুরের। বাংলাদেশ সিরিজ শেষে শ্রীলংকার বিপক্ষেও টেস্ট খেলেন তিনি।

আয়ারল্যান্ডের হয়ে ৭টি টেস্ট খেললেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পাননি ৩৪ বছর বয়সী মুর।

সব মিলিয়ে ১৫ টেস্টে ৬ হাফ সেঞ্চুরিতে ২৫ দশমিক ৩১ গড়ে ৭৩৪ রান করেছেন মুর। ওয়ানডেতে ৮২৭ রান ও টি-টোয়েন্টিতে ৩৬৪ রান করেছেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR